APR. 01 2002

প্রযুক্তিপ্রেমীদের প্রাণের মেলা

তরুণদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে বিসিএস কম্পিউটার শো

রিজওয়ান রশিদ রিপন / আল-আমিন

তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে দিন দিন পৃথিবী পাল্টে যাচ্ছে ক্রমশ, তাই আমাদের দেশকে দ্রুত কম্পিউটারাইজড করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর এজন্য প্রয়োজন কম্পিউটার সম্পর্কে বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে গণজাগরণ সৃষ্টি করা। উন্নত বিশ্বে এরকম উদ্যোগ অনেক আগেই নেয়া হয়েছে বলে তারা এখন তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বেশ অগ্রসরমান। তবে বাংলাদেশেও তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় গত দুই দশক ধরে নেতৃত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতিবছর হয়ে আসছে বিসিএস কম্পিউটার মেলা। বর্তমান তরুণরাই নেতৃত্ব দেবে আগামীর বাংলাদেশকে। মূলত তাদেরকে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সম্পর্কিত নানা বিষয়ে ধারণা দেয়ার লক্ষ্যেই এ মেলার আয়োজন।

এবারের কম্পিউটার মেলা : রাজধানীর শেরেবাংলানগরে বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে গত ২৪ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে দশম বিসিএস কম্পিউটার শো-২০০২। ৩০ মার্চ পর্যন্ত এই মেলা প্রতিদিনই খোলা ছিল সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। এবারের মেলায় স্টল ছিল মোট ১৭৮টি, জনপ্রতি প্রবেশ মূল্য ২০ টাকা করে।

প্রযুক্তির সন্তানদের উদ্ভাবন : এবারের কম্পিউটার মেলায় বেশ কয়েকজন তরুণ প্রোগ্রামার তৈরি করেছেন বেশ কয়েকটি সফটওয়ার। চট্টগ্রাম বিআইটির সামছুজোহা রঞ্জু তৈরি করেছেন আধুনিক বাংলা কি-বোর্ড আল্পনা। এ কি-বোর্ডে ইংরেজিসহ অন্যান্য অক্ষর যেমন সহজ পন্থায় টাইপ করা যায় ঠিক তেমনি বাংলা অক্ষরও সহজভাবে টাইপ করা যাবে। মূলত উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আল্পনা কি-বোর্ডটির অক্ষর বিন্যাস করা হয়েছে। সিডিএসআইটি লিমিটেডের তরুণ প্রযুক্তিবিদ রিপন তৈরি করেছেন ডিকশনারি-২। এটিতে একসঙ্গে বাংলা টু ইংরেজি এবং ইংরেজি টু বাংলার শব্দার্থ পাওয়া যাবে। এছাড়াও যে কেউ ইচ্ছেমতো শব্দ যোগ করতে পারবে। বোনাস হিসাবে আরও থাকবে যে কোন শব্দের ভয়েস।

সুলভ ইন্টারনেট সংযোগ : বর্তমানে দেশে-বিদেশে তারুণ্যের বন্ধন তৈরি হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তাছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে দূর-দরান্তের নানা তথ্য নিমিষেই এসে যাচ্ছে ব্রাউজারের সামনে। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কম্পিউটার মেলায় নানা সুবিধা সম্বলিত ইন্টারনেট সংযোগ বিক্রির ব্যবস্থা নিয়েছে। এদের মধ্যে ইনফরমেশন সার্ভিস নেটওয়ার্ক লিমিটেড, আফতাব আইটি লিমিটেড, এইচআরসি টেকনোলজিস লিমিটেড, বিজয় অনলাইন লিমিটেড এবং গ্লোবাল অনলাইন লিমিটেড অন্যতম। মেলা উপলক্ষে ঢাকা কম ৫০ পয়সা প্রতি মিনিট হিসাবে, বিজয় অনলাইন ৬২ পয়সা প্রতি মিনিট হিসাবে, এইচআরসি ৩৩ পয়সা প্রতি মিনিট হিসাবে, আফতাব আইটি ৫০ পয়সা প্রতি মিনিট হিসাবে এবং ইনফরমেশন সার্ভিস নেটওয়ার্ক ৮৫ পয়সা প্রতিমিনিট হিসাবে লাইন বিক্রির ব্যবস্থা নিয়েছে।

কম্পিউটার এডুকেশন এবং ট্রেনিং : প্রযুক্তির সন্তানদের নানা আইটি বিষয়ে পড়ালেখার সুবিধা নিয়ে মেলায় বসেছিল বেশ কয়েকটি স্টল। এদের মধ্যে ডেল্টা ইন্সটিটিউট এন্ড টেকনোলজিতে ছিল নেটওয়ার্কিং, সফটওয়ার এবং হার্ডওয়ারবিষয়ক কোর্স করার ব্যবস্থা, ডিআইআইটিতে ছিল কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংসহ দেশের বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার এডুকেশনের ব্যবস্থা, আনন্দ মাল্টিমিডিয়া। বিভিন্ন মাল্টিমিডিয়া ডিপ্লোমা কোর্সের অফার করেছে, জেনেটিক কম্পিউটার স্কুল অফার করেছিল বিভিন্ন পোস্ট গ্রাজুয়েট এবং এটারেক্টিভ প্রোগ্রামিং ও এপ্লিকেশন কোর্স, গ্রামীণ স্টার এডুকেশন অফার করেছে ই-টেকনোলজি, নেটওয়ার্ক এবং সফটওয়ারবিষয়ক কোর্সসমূহ।

অনলাইনে জব বাজার : দেশের বেকার যুবকদের সংবাদপত্রের পাশাপাশি অনলাইনে চাকরি খোঁজার জন্য বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে জব ওয়েবসাইট। এবারের মেলায় এসেছে তেমনি একটি অনলাইন প্রতিষ্ঠান বিডি জবস ডট কম। www.bdjobs.com. এ সাইটে এসে যে কেউ পেতে পারেন বিশাল চাকরির বাজার। বর্তমানে তারা জব মেইল, পার্টটাইম, টেন্ডার নোটিফিকেশন, ডিসকাশন বোর্ড, ক্যারিয়ার কনসালটেন্ট, এডুকেশন গাইড ইত্যাদি সেবা প্রদান করছে। এছাড়াও যে কেউ তাদের নিজস্ব ই-মেইল দিয়ে বায়োডাটা পাঠাতে পারে যেকোন প্রতিষ্ঠানে। চাকরি প্রার্থীদের সুবিধার্থে রয়েছে ইন্টারভিউ টিপস এবং সিভি রাইটিং টিপস। বিগত কয়েক মাসের চাকরির খবরা-খবর নিয়ে আছে জব মার্কেট রিভিউ। ব্রাউজারদের পছন্দনীয় চাকরির সুবিধার্থে আলাদা এবং বিষয়ভিত্তিক সাজানো রয়েছে বিভিন্ন চাকরির বিজ্ঞপ্তি।

তাদের কথা : ৬ দিনব্যাপী বিসিএস কম্পিউটার শো'তে প্রতিদিনই ছিল কম্পিউটার ও প্রযুক্তিপ্রেমীদের ভিড়। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ছাত্র আদনান আহমেদ জানালেন, দেশকে দ্রুত এগিয়ে নিতে এমন মেলা খুবই প্রয়োজন, বিশেষ করে প্রযুক্তিপ্রেমীরা এই মেলা থেকে নানা সহায়তা পাবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র তৌফিক বিন এলাহী জানালেন- তথ্যপ্রযুক্তির দিক দিয়ে দেশের ছেলেরা কতটুকু এগিয়ে এসেছে তা এ মেলার মাধ্যমে জানতে পারছি। এছাড়া মেলা থেকে দেয় কিছু সুযোগ কাজে লাগাতে চাই আমি। 'আমার ছেলেবেলা' সফটওয়ার তৈরি করেছেন মৌসুমী। তিনি জানালেন-শুধু একটি নয়, সারা বছরই এরকম মেলার আয়োজন করা উচিত। এতে অনেকেই অনেক কিছু জানতে পারবে, আমার মতো যারা কিছু একটা তৈরি করেছে তারা এসব মেলার মাধ্যমে তা কম্পিউটারপ্রেমীদের সামনে প্রদর্শন করতে পারবে।

এবারের মেলায় আসা এপোলো টেকনোলজিস-এর টাচক্লিন দেখতে উৎসাহী তরুণরা রীতিমতো লাইন ধরে অপেক্ষা করেছে। টাচক্লিনের বৈশিষ্ট্য হল কোন বাটন না টিপে শুধুমাত্র স্ক্রিনে আঙ্গুলের স্পর্শে কম্পিউটারকে কমান্ড দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া সম্ভব। আর তা করতে হলে দরকার শুধু নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সফটওয়ার তৈরি করে নেয়া। এছাড়া এবারের মেলায় বাংলাদেশের প্রথম ক্লোন ল্যাপটপ ডলফিন এমিগোকে ঘিরে ভিড় জমিয়েছে প্রযুক্তি প্রিয় তরুণরা

টিকিটের র‍্যাফেল ড্রতে বিভিন্ন পুরস্কার এবং স্কুল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে মেলা দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এছাড়াও, মেলায় ভিডিও কনফারেন্সিং, টেলিমেডিসিন সেবা প্রদর্শন, বিনামূল্যে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করার ব্যবস্থা এবং তথ্য প্রযুক্তিবিষয়ক সাতটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। ৬ দিনব্যাপী এ মেলা প্রতিদিনই ছিল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের পদচারণায় মুখরিত। কেউ কেউ আবার পছন্দসই স্টাইলিশ পণ্য বিশেষ হ্রাসকৃত মূল্যে কিনেও নিচ্ছে। এবারের মেলায় আসা এপোলো টেকনোলজিস-এর টাচক্লিন দেখতে উৎসাহী তরুণরা রীতিমতো লাইন ধরে অপেক্ষা করেছে। টাচক্লিনের বৈশিষ্ট্য হল কোন বাটন না টিপে শুধুমাত্র স্ক্রিনে আঙ্গুলের স্পর্শে কম্পিউটারকে কমান্ড দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়া সম্ভব। আর তা করতে হলে দরকার শুধু নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সফটওয়ার তৈরি করে নেয়া। এছাড়া এবারের মেলায় বাংলাদেশের প্রথম ক্লোন ল্যাপটপ ডলফিন এমিগোকে ঘিরে ভিড় জমিয়েছে প্রযুক্তিপ্রিয় তরুণরা। বাংলাদেশে এ ধরনের ক্লোন ল্যাপটপ সংযোজনের ঘটনা এটাই প্রথম। ডলফিন কম্পিউটার্স লিঃ এবারের মেলায় ক্লোন ল্যাপটপের ৪টি মডেল- ডলফিন এমিগো MN222, ডলফিন এমিগো GS10M, ডলফিন এমিগো 8170D, ডলফিন এমিগো 2300TD প্রদর্শন করছে। মাত্র ৫৭ হাজার ৫শ' টাকায় পাওয়া যাচ্ছে একটি ক্লোন ল্যাপটপ। মেলায় আসা অ্যাপলের আইম্যাক জিযোর ৮০০ মে. হা. মডেলের দারুণ কম্পিউটারটিও তরুণদের আকৃষ্ট